page-16

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha
শুক্রবার ১৫ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ২১২ পৃষ্ঠা ১৬

চার বছরের মধ্যে ভোজ্যতেল উৎপাদন ৪০ ভাগ বাড়াতে চাই ॥ কৃষিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, বলেছেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের অনেক উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই কৃষকের কাছে সেভাবে পৌঁছায়নি। তাই দেশের কৃষির উন্নয়নে এসব জাত ও প্রযুক্তি দ্রুততর সময়ের মধ্যে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে তাদের আয় বাড়াতে হবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা না গেলে দেশের কৃষির উন্নয়ন হবে না।

বৃহস্পতিবার তিনি বারির 'কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন কর্মশালা-২০২২' এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমরা বলছি দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমাদের শুধু দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে হবে না, অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বাড়াতে হবে। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০-২৫ হাজার কোটি টাকার ভোজ্য তেল এবং ৫-৭ হাজার কোটি টাকার ডাল আমদানি করতে হয়। আমরা আগামী ৪ বছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ভোজ্য তেলের উৎপাদন ৪০ শতাংশ বাড়াতে চাই। এতে আমাদের প্রায় ১০-১২ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশকে উন্নয়নের অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। এটা ধরে রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটা ডিমের উৎপাদন করতে খরচ পড়ে ৫/৬ টাকা। এটাকে ৮ টাকা নেয়া যেতে পারে, কিন্তু তা না করে ১৩/১৪ টাকা করে কেন হবে? এটা কি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না? সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা নিয়ে এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিছুতেই এটা ডিমের দাম ১৩/১৪ টাকা হতে পারে না। বাণিজ্যিকভাবে আমাদের যে সংখ্যক ফার্ম আছে, ইচ্ছা করলে ডিম দিয়ে বাংলাদেশ ভাসিয়ে দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদফতরের মহাপরিচালক আঃ গাফফার খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ বেনজীর আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মোঃ কামরুল হাসান। বারির গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. মোঃ তারিকুল ইসলাম। এর আগে মন্ত্রী বারির কৃষি প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও ফসল প্রদর্শনীর স্টল ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বারির মহাপরিচালক জানান, উদ্বোধনী এ কর্মশালার কারিগরি অধিবেশন বৃহস্পতিবার থেকে আগামী ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ১৯:৪০

কৃষকদের আয় বাড়াতে হবে : কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন বর্তমানে দেশে প্রতিবছর ২০ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকার ভোজ্য তেল এবং ৫ ৭ হাজার কোটি টাকার ডাল আমদানি করতে হয়। আমরা আগামী চার বছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ভোজ্য তেলের উৎপাদন ৪০ ভাগ বাড়াতে চাই। এতে আমাদের বছরে ১০-১২ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

মন্ত্রী আরো বলেন, বারি ফসলের অনেক উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই কৃষকের কাছে সেভাবে পৌঁছায়নি। তাই কৃষির উন্নয়নে এসব জাত ও প্রযুক্তি দ্রুত সময়ের মধ্যে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের আয় বাড়াতে হবে। তা না হলে দেশের কৃষির উন্নয়ন হবে না। আমরা বলছি দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমাদের শুধু দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে হবে না, অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বাড়াতে হবে।

বারি সূত্র জানায়, গত অর্থবছর যে সকল গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর মূল্যায়ন এবং এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় জানানো হয় বারিতে বর্তমানে ২১১টি ফসল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বারি এ পর্যন্ত বারি বিভিন্ন ফসলের ৬২৫টি উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ) জাত, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং ৬১২টি উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট এক হাজার ২৩৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এসব প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য।

বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. রুহুল আমিন তালুকদার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আ. গাফফার খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. বেনজীর আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর উপস্থিত ছিলেন।

Page-3

ঢাকা ■ শনিবার ■ ১ অক্টোবর ২০২২ সোনার কাগজ

গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। বিজ্ঞপ্তি।

বারিতে কৃষিমন্ত্রী

কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে উদ্ভাবিত জাত

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের অনেক উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই কৃষকের কাছে সেভাবে পৌঁছায়নি। তাই দেশের কৃষির উন্নয়নে এসব জাত ও প্রযুক্তি দ্রুততর সময়ের মধ্যে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০২২' এর উদ্বোধন করেন। এ সময় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এরআগে তিনি বারির প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে কর্মশালায় আসা অতিথিসহ বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন।

গত অর্থবছর যে সকল গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল সেগুলোর মূল্যায়ন এবং এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালার কারিগরি অধিবেশনগুলো ১৩-১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। এ গবেষণা পর্যালোচনা তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা, অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা।

বারিতে বর্তমানে ২১১টি ফসল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ফসলের ৬২৫টি উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং ৬১২টি উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট ১ হাজার ২৩৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে বারি।

এ সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, গম, সবজি, মসলা এবং ফল ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এসব প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই-বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য।

বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. রুহুল আমিন তালুকদার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আ. গাফফার খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. বেনজীর আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান। বারির গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম। বিজ্ঞপ্তি।

Page-3

আলোকিত বাংলাদেশ
www.alokitobangladesh.com
রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ ■ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৪
১৬ আশ্বিন ১৪২৯ ■ ৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪
১ অক্টোবর ২০২২
শনিবার

গত বৃহস্পতিবার বারির কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক

উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে : কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের অনেক উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই কৃষকের কাছে সেভাবে পৌঁছায়নি। তাই দেশের কৃষির উন্নয়নে এসব জাত ও প্রযুক্তি দ্রুততর সময়ের মধ্যে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। গত বৃহস্পতিবার বারির কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২২' এর উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। গত অর্থবছর যেসব গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল সেগুলোর মূল্যায়ন এবং এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার কারিগরি অধিবেশনগুলো আগামী ১৩-১৯ অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে। এই গবেষণা পর্যালোচনা তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা, অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা। প্রথমে আঞ্চলিক পরে অভ্যন্তরীণ ও সবশেষে কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালার মাধ্যমে গত বছরের গবেষণা কার্যাবলীর বিশ্লেষণ ও পরবর্তী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে যে কারণে এই কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন পর্যায়ের এই কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষক প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক কৃষির সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সেই আলোকে গবেষণা কার্যক্রম প্রণীত হয়। আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা অঞ্চলভিত্তিক অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ ও কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা বারি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. রুহুল আমিন তালুকদার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান এএফএম হায়াতুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আ. গাফ্ফার খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. বেনজীর আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান। বারির গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন বারির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Page -11

শুক্রবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২

বণিক বার্তা

তথ্যেই অগ্রগতি

ফসলের ৬২৫ জাত ও ১২৩৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে বারি

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ৬২৫টি উচ্চফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং ৬১২টি উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট ১ হাজার ২৩৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া বর্তমানে ২১১টি ফসল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, গম, সবজি, মসলা এবং ফল জাতীয় ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে। গতকাল বারির কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

বারি সূত্র জানায়, গত অর্থবছর যেসব গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল সেগুলোর মূল্যায়ন এবং এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার কারিগরি অধিবেশনগুলো আগামী ১৩-১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। এ গবেষণা পর্যালোচনা তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা, অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা। প্রথমে আঞ্চলিক, পরে অভ্যন্তরীণ ও সবশেষে কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালার মাধ্যমে গত বছরের গবেষণা কার্যাবলির বিশ্লেষণ ও পরবর্তী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যে কারণে এ কর্মশালার গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন পর্যায়ের এ কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষক প্রতিনিধি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক কৃষির সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই আলোকে গবেষণা কার্যক্রম প্রণীত হয়। আঞ্চলিক গবেষণা পর্যালোচনা অঞ্চলভিত্তিক অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ ও কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা গাজীপুরে বারি সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের অনেক উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, কিন্তু এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই কৃষকের কাছে সেভাবে পৌঁছেনি। তাই দেশের কৃষির উন্নয়নে এসব জাত ও প্রযুক্তি দ্রুত সময়ের মধ্যে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে এবং এর মাধ্যমে তাদের আয় বাড়াতে হবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা না গেলে কৃষির উন্নয়ন হবে না। আমরা বলছি, দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমাদের শুধু দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে হবে না, অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বাড়াতে হবে। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০-২৫ হাজার কোটি টাকার ভোজ্যতেল এবং ৫-৭ হাজার কোটি টাকার ডাল আমদানি করতে হয়। আমরা আগামী চার বছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ভোজ্যতেলের উৎপাদন ৪০ শতাংশ বাড়াতে চাই।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালার তথ্য

বারির কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. রুহুল আমিন তালুকদার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান এএফএম হায়াতুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আঃ গাফ্ফার খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. বেনজীর আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারির পরিচালক ড. মো. কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানে গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন বারির পরিচালক ড. মো. তারিকুল ইসলাম।

Page-2

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

www.jugantor.com

ঢাকা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ | ১৫ আশ্বিন ১৪২৯ | ৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৩ | সংখ্যা ২৩২

১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

কৃষিমন্ত্রীর প্রশ্ন

একটি ডিমের দাম ১৩ টাকা হয় কী করে?

গাজীপুর ও টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

ডিমের দাম আবার অস্বাভাবিক হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেছেন, একটি ডিম উৎপাদনে খামারিদের ৫ টাকার মতো খরচ হয়। কিন্তু সেই ডিম ১৩ টাকা বিক্রি হয় কি করে? বৃহস্পতিবার গাজীপুর কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় গবেষণা পূর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, দাম নিয়ন্ত্রণে বিদেশ থেকে আমদানির সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমরা খামারিদের কথা ভেবে সে পথে যেতে চাই না। যারা কারসাজি করে দাম বাড়াচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাজার মনিটরিং জোরদার করা হবে। এ সময় তিনি কৃষি প্রযুক্তিকে দ্রুত মাঠপর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের তাগিদ দেন। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন, কৃষি সচিব (রুটিন দায়িত্বে) মো. রুহুল আমিন তালুকদার, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান এএফএম হায়াতুল্লাহ, কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুল গাফফার খান ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেনজির আলম। এর আগে মন্ত্রী কৃষি প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও ফসল প্রদর্শনীর স্টল ঘুরে দেখেন।

Page-4

কালের কাগজ ঢাকা ■ শুক্রবার ■ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২

ডিমের উৎপাদন বাড়াতে বললেন কৃষিমন্ত্রী

গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে এক কর্মশালায় কৃষিমন্ত্রী

■ এক ডিমের দাম ১৩ টাকা হতে পারে না

কাগজ প্রতিবেদক : দেশে ডিমের দাম বেশি হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, একটি ডিমের দাম ১২-১৩ টাকা কোনোভাবেই হতে পারে না। এই দাম অস্বাভাবিক। গতকাল গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে এক কর্মশালায় এ কথা বলেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, একটা ডিমের দাম কোনোক্রমেই ১২-১৩ টাকা হতে পারে না। একটা ডিমের উৎপাদন খরচ ৫-৬ টাকা হলে, উৎপাদনকারী সর্বোচ্চ ৮ টাকায় বিক্রি করতে পারে। সরবরাহ একটু কমে গেলেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী, ফার্মের মালিক, হ্যাচারি মালিক নানা ষড়যন্ত্র করে ডিমের দাম বাড়িয়ে দেয়। এসব অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের উচিত হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিদপ্তরসহ সবাই মিলে কঠোরভাবে বাজার মনিটর করতে হবে। বর্তমানে ডিমের দাম বেশি হলেও আমদানি করা উচিত হবে না বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, অনেকেই হয়তো আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন। তারপরও আমি বলব ডিম আমদানির দরকার নেই। ডিম আমদানি করলে আমরা আমদানিনির্ভর হয়ে পড়ব, যা আমরা চাই না। আমদানি না করলে আমাদের একটু কষ্ট হবে, সবাই মিলে এই কষ্ট করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে ডিম উৎপাদন করে খেতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে ডিমের দাম কমে আসবে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার।

আরো বক্তব্য রাখেন কৃষিসচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. রুহুল আমিন তালুকদার, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুল গাফফার খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেনজির আলম।

যায়যায়দিন

কিছুতেই একটা ডিমের দাম ১৪ টাকা হতে পারে না: কৃষিমন্ত্রী

প্রকাশ | ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২, ১৮:০২

গাজীপুর প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী মো আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, একটা ডিমের উৎপাদন করতে খরচ পড়ে ৫/৬ টাকা। এটাকে ৮ টাকা নেয়া যেতে পারে, কিন্তু তা না করে ১৩/১৪ টাকা করে কেন হবে? এটা কি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না?

সম্মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা নিয়ে এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিছুতেই এটা ডিমের দাম ১৩ টাকা হতে পারে না, ১৪ টাকা হতে পারে না।

তিনি বৃহস্পতিবার সকালে গাজীপুর কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মোণ দিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিদেশ থেকে আমাদের ডিম আমদানির দরকার নেই। তা হলে আমরা আমদানি নির্ভরশীল হয়ে যাবো। এতে অনেকে দ্বিমত পোষন করবে। এজন্য আমাদের একটু কষ্ট হবে, নইলে ডিম কম খাবো। তারপরও স্থানীয়ভাবে আমাদের ডিম উৎপাদন করে খেতে হবে। দেখা গেছে যখনই বাজারে সরবরাহ কমে যায় তখন কিছু হ্যাচারি মালিক, ফার্মের মালিক নানা রকম চক্রান্ত করে ডিমের দামটা বেশি নেয়। আবার বাজারে যখন ডিমের সরবরাহ বেড়ে যায় তখন কিন্তু তারা ষড়যন্ত্র করে ডিমের দাম বাড়ায় না। তাই ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের উচিত হবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যারা দায়িত্বে রয়েছেন, মার্কেটিং বিভাগ সবাই মিলে এটা কঠোরভাবে মনিটরিং করা। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়ে এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, আমি আগেও বলছি, এখনও বলছি। আমি জানি এ নিয়ে সমালোচনা হবে। তারপরও আমি বলবো ডিম আমদানি করার দরকার নাই।

এজন্য আমাদের হতো সাময়িক কষ্ট হবে। আমাদের যে প্রযুক্তি আছে এবং বানিজ্যিকভাবে আমাদের যে সংখ্যক ফার্ম আছে, ইচ্ছা করলে ডিম দিয়ে বাংলাদেশ ভাসিয়ে দেয়া যেতে পারে। ডিম যদি আমদানি করা হয়, তবে আমদানি নির্ভর হয়ে যাবো আমরা। সেটা কি আমরা সাপোর্ট করি? না এখন ডিম আমদানি করার দরকার নাই।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের অনেক উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই কৃষকের কাছে সেভাবে পৌছায়নি। তাই দেশের কৃষির উন্নয়নে এসব জাত ও প্রযুক্তি দ্রুততর সময়ের মধ্যে কৃষকের কাছে পৌছে দিতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মো. রুহুল আমিন তালুকদার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব আঃ গাফফার খান, কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব মো. বেনজীর আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান। বারি'র গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম।
এরআগে মন্ত্রী বারি'র কৃষি প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও ফসল প্রদর্শনীর স্টল ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বারি'র মহাপরিচালক জানান, উদ্বোধনী এ কর্মশালার কারিগরি অধিবেশন আগামী ১৩-১৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। বর্তমানে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ২১১টি ফসল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইতোমধ্যে বারি ৬২৫টি উচ্চ ফলনশীল জাত এবং ৬১২টি উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট ১ হাজার ২৩৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এসকল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য সব ধরনের ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

Page-12

নয়া দিগন্ত

শুক্রবার
ঢাকা, ১৫ আশ্বিন ১৪২৯
৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২
www.dailynayadiganta.com

ডিমের দাম কিছুতেই ১৪ টাকা হতে পারে না, মন্তব্য কৃষিমন্ত্রীর

বারি উদ্ভাবিত জাত কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে

গাজীপুর প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, ডিমের দাম কিছুতেই ১৩ বা ১৪ টাকা হতে পারে না। একটি ডিমের উৎপাদন করতে খরচ পড়ে ৫-৬ টাকা। এটিকে ৮ টাকা নেয়া যেতে পারে, কিন্তু তা না করে ১৩-১৪ টাকা করে কেন হবে? এটি কি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না? সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা নিয়ে এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-বারি'র কেন্দ্রীয় গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২২-এর উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বারি এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের অনেক উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তির অধিকাংশই কৃষকের কাছে সেভাবে পৌঁছায়নি। তাই দেশের কৃষির উন্নয়নে এসব জাত ও প্রযুক্তি দ্রুততর সময়ের মধ্যে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের আয় বাড়াতে হবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা না গেলে দেশের কৃষির উন্নয়ন হবে না।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমরা বলছি দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমাদের শুধু দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে হবে না, অন্যান্য ফসলের উৎপাদনও বাড়াতে হবে। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০-২৫ হাজার কোটি টাকার ভোজ্যতেল এবং ৫-৭ হাজার কোটি টাকার ডাল আমদানি করতে হয়। আমরা আগামী চার বছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ভোজ্যতেলের উৎপাদন ৪০ শতাংশ বাড়াতে চাই। এতে আমাদের প্রায় ১০-১২ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশকে উন্নয়নের

৯ম পৃ: ৫-এর কলামে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। এটি ধরে রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটি ডিমের উৎপাদন করতে খরচ পড়ে ৫-৬ টাকা। এটিকে ৮ টাকা নেয়া যেতে পারে, কিন্তু তা না করে ১৩-১৪ টাকা করে কেন হবে? এটি কি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না? সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা নিয়ে এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিছুতেই এটি ডিমের দাম ১৩-১৪ টাকা হতে পারে না।

মন্ত্রী বলেন, বিদেশ থেকে আমাদের ডিম আমদানির দরকার নেই। তা হলে আমরা আমদানি নির্ভরশীল হয়ে যাবো। এতে অনেকে দ্বিমত পোষণ করবে। তার পরও আমি বলব ডিম আমদানি করার দরকার নেই। এ জন্য আমাদের একটু কষ্ট হবে, নইলে ডিম কম খাবো। তার পরও স্থানীয়ভাবে আমাদের ডিম উৎপাদন করে খেতে হবে। দেখা গেছে যখনই বাজারে সরবরাহ কমে যায় তখন কিছু হ্যাচারি মালিক, ফার্মের মালিক নানা রকম চক্রান্ত করে ডিমের দামটা বেশি নেয়। আবার বাজারে যখন ডিমের সরবরাহ বেড়ে যায় তখন কিন্তু তারা ষড়যন্ত্র করে ডিমের দাম বাড়ায় না। তাই ডিমের বাজার নিয়ন্ত্রণে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের উচিত হবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যারা দায়িত্বে রয়েছেন, মার্কেটিং বিভাগ সবাই মিলে এটি কঠোরভাবে মনিটরিং করা। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়ে এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদের যে প্রযুক্তি আছে এবং বাণিজ্যিকভাবে আমাদের যে সংখ্যক ফার্ম আছে, ইচ্ছা করলে ডিম দিয়ে বাংলাদেশ ভাসিয়ে দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো: রুহুল আমিন তালুকদার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদফতরের মহাপরিচালক আ: গাফফার খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মো: বেনজীর আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো: কামরুল হাসান। বারি'র গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো: তারিকুল ইসলাম।

এর আগে মন্ত্রী বারি'র কৃষি প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও ফসল প্রদর্শনীর স্টল ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বারি'র মহাপরিচালক জানান, উদ্বোধনী এ কর্মশালার কারিগরি অধিবেশন বৃহস্পতিবার থেকে আগামী ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ৬২৫টি উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং ৬১২টি উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট এক হাজার ২৩৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ ছাড়া বর্তমানে ২১১টি ফসল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরই মধ্যে বারি এসব জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, গম, সবজি, মসলা ও ফল ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বারি সূত্র জানায়, গত অর্থবছর যেসব গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল সেগুলোর মূল্যায়ন এবং এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আগামী বছরের গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

page-B-2

YOUR RIGHT TO KNOW
THE DAILY Star ON FRIDAY
DHAKA FRIDAY SEPTEMBER 30, 2022

Send improved varieties, tech to farmers quickly

Minister tells Bari

STAR BUSINESS DESK

Improved varieties of crops and production technologies developed by the Bangladesh Agricultural Research Institute (Bari) should be quickly sent to farmers to ensure development in the sector, according to Agriculture Minister Muhammad Abdur Razzaque.

"Bari has developed many improved varieties and production technologies of various crops but most of these have yet to reach farmers in that way," he said.

"So, for the development of the country's agriculture, these varieties and technologies should be delivered to farmers at a fast clip," Razzaque added.

The agriculture minister made these comments while inaugurating the "Central Research Review and Planning Workshop 2022", organised by Bari at the Kazi Badruddoza Auditorium in Dhaka yesterday, as per a press release.

Attended by representatives of the Department of Agricultural Extension (DAE), farmers, government and non-government organisations, the workshop was organised for the purpose of evaluating research programmes undertaken in the last fiscal year, and in the light of these experiences for the preparation of next year's research programmes.

This research review is done in three steps – Regional Research Review, Internal Research Review and Central Research Review.

Currently, Bari is conducting research activities on 211 crops. A total of 1,237 crops, including 625 high yielding (also hybrid), disease resistant and various adverse environment resistant varieties of different crops, and 612 other production technologies have been developed by Bari.

Debasish Sarker, director general of Bari, presided over the inaugural session, where Md Ruhul Amin Talukder, secretary of agriculture, AFM Hayatullah, chairman of the Bangladesh Agricultural Development Corporation, A Gaffar Khan, director general of the department of agricultural marketing, Md Benojir Alam, director general of the DAE, and Md Shahjahan Kabir, director general of BRRI, were present.

page-5

THE ASIAN AGE

DHAKA FRIDAY SEPTEMBER 30, 2022

Agriculture Minister Dr Muhammad Abdur Razzaque addresses a workshop styled 'Central Research Review and Planning Workshop-2022' of BARI at Kazi Badruddoza Auditorium of the institute on Thursday. -AA

'BARI working to develop crop varieties for farmers'

▸**Mahbubul Alam in Gazipur**

Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) is relentlessly working to develop crop varieties and technologies for farmers, said Agriculture Minister Dr Muhammad Abdur Razzaque.

He came up with the remarks while inaugurating the 'Central Research Review and Planning Workshop-2022' of BARI at Kazi Badruddoza Auditorium of the institute on Thursday.

This workshop has been organized for the purpose of evaluating the research programs undertaken in the last fiscal year and in the light of these experiences for the preparation of next year's research program.

The technical session of the workshop will be held from October 13 to 19, 2022.

Addressing the workshop as the chief guest, Abdur Razzaque said, "Providing improved crop varieties and technology to the farmers, their income should be increased. The country's agriculture will not develop if the income of farmers is not increased."

"The summer tomatoes being produced in our country are of very high quality. We want to produce tomatoes throughout the year. If this is done, we will be able to export tomatoes abroad to meet the needs of the country", he said.

"Prime Minister has taken the country to a unique height of development. It is our responsibility to maintain it", the minister added.

BARI Director General Dr Debasish Sarker, the inaugural session of the workshop was attended by Agriculture Secretary (Routine Duties) Md Ruhul Amin Talukder, Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC) Chairman AFM Hayatullah, Department of Agricultural Marketing (DAM) Director General Abdul Gaffar Khan, Department of Agricultural Extension (DAE) Director General Md Benojir Alam and Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) Director General Dr Md Shahjahan Kabir were present as special guests.

Speaking the occasion, BARI Director General Dr Debasish Sarker said, "As agricultural land is decreasing in the country, we want to utilize our unused land. We want to increase our crop production especially in haor, char land, saline and barind areas."

"We want to do another crop in between the two paddies. We want to increase the production of pulses and oil crops in the southern saline areas. This will increase the productivity of agriculture as well as the income of farmers. Overall development will be achieved in the country's agriculture", he said.

Agricultural experts, scientists, former director generals, directors, chief scientific officers, representatives from government, non-government and international organizations, professors of different agriculture universities, BARI scientists and officers were, among others, participated in the inaugural session.

Later, Agriculture Minister Dr Muhammad Abdur Razzaque along with the visiting guests visited the exhibition stalls of various technologies invented by BARI.

NEW AGE
SUNDAY, OCTOBER 2, 2022, ASHWIN 17, 1429 BS

Page-4

Agriculture minister Muhammad Abdur Razzaque visits the exhibition stalls of various technologies invented by Bangladesh Agricultural Research Institute at the institute in Gazipur on Thursday. — Press release

Research workshop held at BARI

Staff Correspondent

AGRICULTURE minister Muhammad Abdur Razzaque said the Bangladesh Agricultural Research Institute developed many improved varieties and technologies for various crops. But most of these technologies have not reached farmers that way. These varieties and technologies should be delivered to the farmers in a faster way for the development of the country's agriculture.

The minister said this while inaugurating the 'Central Research Review and Planning Workshop-2022' at the Kazi Badruddoza auditorium of the institute in Gazipur on Thursday, said a press release on Saturday.

This workshop was organised for the purpose of evaluating the research programmes undertaken in the last financial year. The technical session of the workshop will be held from October 13 to October 19.

BARI director general Debasish Sarker presided over the inaugural session while agriculture secretary Md Ruhul Amin Talukder, chairman of Bangladesh Agricultural Development Corporation AFM Hayatullah, director general of the Department of Agricultural Marketing A Gaffar Khan, director general of the Department of Agricultural Extension Md Benojir Alam, and director general of Bangladesh Rice Research Institute Md Shahjahan Kabir were present as special guests. BARI director (support and services) Md Kamrul Hasan addressed the 'welcome' speech. Director (research) Md Tariqul Islam gave a brief PowerPoint presentation on BARI's research activities and success.

Agricultural experts, scientists, former director generals, directors, chief scientific officers, representatives from government, non-government, and international organisations, professors of different agriculture universities, BARI scientists, and officers, among others, participated in the inaugural session.

After reaching BARI head office, the agriculture minister laid a wreath at the mural of the country's founding president Sheikh Mujibur Rahman. Later, the minister and the guests visited the exhibition stalls of various technologies invented by BARI.

page-6

dailyobserver

Dhaka, Sunday October 2, 2022

Agriculture Minister Dr Mohammad Abdur Razzaque, MP, as the chief guest, speaking at the inaugural function of the 'Central Research Review and Planning Workshop-2022' of BARI on Thursday at its Kazi Badruddoza Auditorium in Gazipur City. The technical session of the workshop will be held from October 13 to 19. BARI Director General Dr Debasish Sarker presided over the inaugural session while Agriculture Secretary Md Ruhul Amin Talukder, Chairman of Bangladesh Agricultural Development Corporation AFM Hayatullah, Department of Agricultural Marketing DG A Gaffar Khan, Department of Agricultural Extension DG Md Benojir Alam, and Bangladesh Rice Research Institute DG Dr Md Shahjahan Kabir were present as special guests. PHOTO: OBSERVER

Page-10

The New Nation
Independent Daily
Dhaka, Saturday, October 01, 2022

JOYDEBPUR (Gazipur): Agriculture Minister Dr. Muhammad Abdur Razzaque speaks at a Central Research Review & Planning Workshop 2022 at Kazi Badruddoza auditorium of the institute in Gazipur district on Thursday.
■ NN photo

The Financial Express
Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Thursday, September 29, 2022
Ashwin 14, 1429 BS: Rabiul Awal 2, 1444 Hijri

Aloo Bukhara: BARI invention draws queries from big names

FE REPORT

THE Bangladesh Agricultural Research Institute or BARI, of late, invented some technologies for producing food products by using locally-produced "Aloo Bukhara" or plum.

The BARI said at least seven such products could be produced by using the technologies.

Earlier, it also developed the BARI-1 Aloo Bukhara plant variety. And it is also very much popular with the farmers. Farmers in a number of northern districts including Lalmonirhat have planted such plums on a large scale.

BARI people familiar with the development told the FE that many big corporates of the country were showing keen interest in how to use the technologies in order to manufacture plum-related processed foods for the local and international markets.

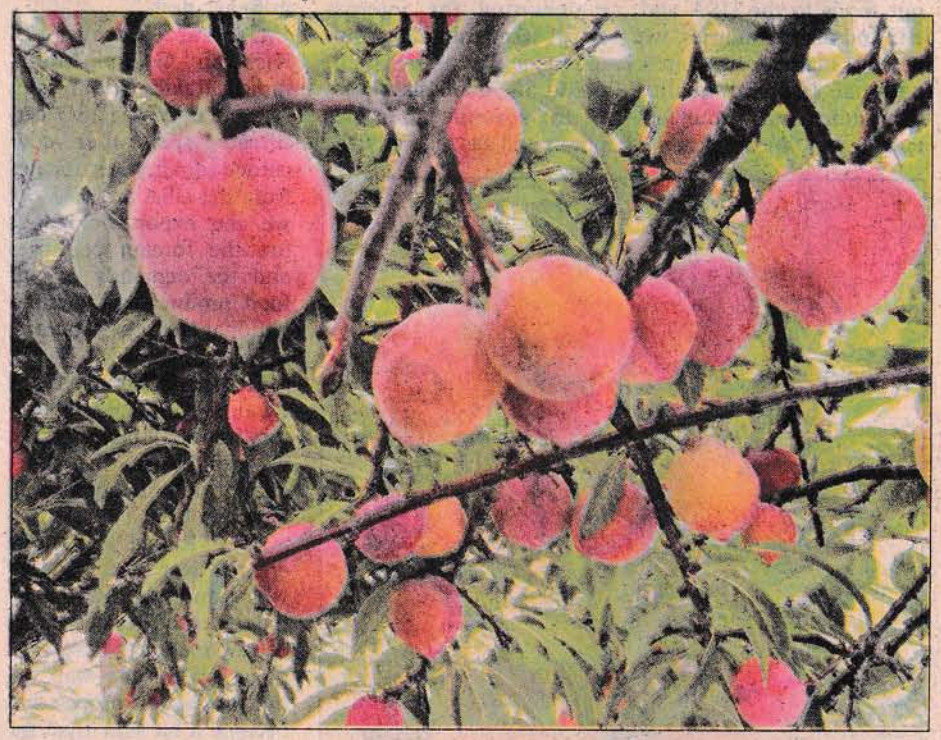

"Square, Bashundhara, and ACI have contacted us to inquire about how to manufacture processed foods," said Dr. Md Masud Alam, a senior scientific officer at the Spices Research Centre at Bogura, told the FE.

He said they did not want money in exchange for transferring the technologies, except recognition. "Actually we want our recognition".

Dr. Alam said the technology was very much cheap and even any small firm could adopt it.

The BARI is the largest multi-crop research institute in the country conducting research on a wide variety of crops, such as cereals, tubers, pulses, oilseeds, vegetables, fruits, spices, flowers, etc.

Besides variety development, this institute also carries out research in areas as soil and crop management, disease and insect management, water management and irrigation, development of farm machinery, improvement of cropping and farming system management, post-harvest handling and processing, and socio-economic studies related to production, processing, marketing, and consumption.

The Spices Research Centre of Bogura is the extension of the BARI and designated for conducting researches on species.

Dr. Alam said the local variety of plum invented by the BARI would be tastier when processed. The institute invented the technologies.

He said jam, bar, pickle, candy, chutney, murobba and sandesh could be made by using the local variety of plums.

Dr. Shailendra Nath Mozumder, Principal Scientific Officer and Project Director of Species Research Centre of Bogura, told the FE that the yield of the plum variety was very good in the northern districts. Each tree bears around 50 kilogrammes of plums each season.

He, however, said Square Food procured some of such plums for their experiment. When the industry would start using it, there would be adequate demand for the same, he added.

The plum is also used in cooking biryani and other spicy foods.

It has immense health benefits as it comprises potassium and Vitamin C and has the potential to detoxify the body.

Plum is widely consumed as a dry fruit, especially during iftar parties, when Muslims break their Ramazan fast in the evening. The reason could be its considerable water content, which helps in keeping the fast throughout the day.

It protects an individual from harmful ultraviolet rays. Additionally, aloo-bukhara aids in developing cardiovascular movements in the body.

It possesses iron and that subsequently plays a part in the evolution of more red blood corpuscles. Thus, a person who consumes plum or its variants and dishes in a sizable quantity may be protected from blood deficiencies.

It could therefore possibly be eaten by patients who have lower blood pressure than usual.

Due to the antioxidants that aloo-bukhara carries, it could possibly be an anti-skin aging element. It could filter out contagions and result in clearer skin.

jasimharoon@yahoo.com